এঁরাই আহলে হাদীস নয়

মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ কাসেমী বর্ধমানী, শিক্ষক হাপুড় মাদ্রাসা, ইউ:পি: ভারত

বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য তিনি উক্ত প্রশ্ন ক'রে হাতে লেখা হ্যান্ডবিল জেরক্স ক'রে হাতে হাতে প্রচার করছেন। আহলে হাদীসের ব্যক্তি বিশেষের মতকে আহলে হাদীসগণের মত বলে চালিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। অবশ্য এ কাজে তিনি একা নন। আরো অনেক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কাজে সদা ব্যস্ত ও লিপ্ত রয়েছেন।

(১) আহলে হাদীসগণ হজরত আয়েশা (রাঃ) কে কাফের বলেন

আহলে হাদীস আলেম 'আব্দুল হক বানারসী' তাঁর গ্রন্থ 'কাশফূল হিজাব' এ পরিস্কার ভাষায় লিখেছেন, "হজরত আলি (রাঃ) এর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য হজরত আয়েশা (রাঃ) মুরতাদ (ঈমানহারা) হয়ে গিয়েছিলেন। যদি তিনি বিনা তওবায় মারা গিয়ে থাকেন, তাহলে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।" (কাশফূল হিজাব ২১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় পাঠক! আপনি নিকটবর্তী কোন আহলে হাদীস আলেমকে জিজ্ঞাসা ক'রে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন। উম্মুল মু'মিনীন কি তাদের নিকট কাফের? নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক।

(২) আহলে হাদীসগণ হজরত উমর ফারুক (রাঃ) কে অজ্ঞ বলেন

খ্যাতিসম্পন্ন আহলে হাদীস আলেম 'মুহাম্মদ জুনাগড়ী' লিখেছেন, অনেক পরিস্কার পরিস্কার মাসআলাসমূহ এমন আছে যাতে হজরত উমর ফারুক (রাঃ) ভূল করেছেন । ঐ সমস্ত মাসআলা সমূহের প্রমানাদি সম্পর্কে হজরত উমর ফারুক (রাঃ) অজ্ঞ ছিলেন। (তরীকে মুহাম্মাদী ৪১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় পাঠক! 'অজ্ঞ' অনুবাদে হয়তো আপনাকে খারাপ লাগতে পারে। উর্দু পড়লে হয়তো আদবের সীমা লংঘন হতো না। তবুও বলি, খলীফা সাহাবীর শানে এমন বাক্য ব্যবহারে বেআদবী রয়েছে। হয় মূলে, না হয় অনুবাদে।

(৩) আহলে হাদীসগণ হজরত আলী (রাঃ)-র প্রতি ঘৃণ্য মন্তব্য করেন

আহলে হাদীস আলেম 'হাকীম ফায়েয আলম' হজরত আলী (রাঃ)-র সম্পর্কে লিখেছেন, "তাঁকে উম্মাত খলিফা নির্বাচিত করেন নি। তাঁর স্বঘোষিত খিলাফাতের চার-পাঁচ বছর সময় কাল উম্মতে মুসলিমের জন্য আল্লাহর গজব ছিল।" (সিদ্দিকায়ে কায়েনাত ২২৪ পৃষ্ঠা)

এ মতও আহলে হাদীসের মত নয়।

(৪) আহলে হাদীসদের নিকট রসুলুল্লাহ (সাঃ)-র মতও দলীল নয়

আহলে হাদীস পন্ডিত 'মুহাম্মদ জুনাগড়ী' লিখেছেন, "ইমামগণ ও সাহাবাগণ তো দুরের কথা স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ)- ও নিজের মতে যদি কোন উক্তি করেন, তবে সেটাও দলীল হিসাবে গ্রহনযোগ্য হবে না। (তরীকে মুহাম্মাদী ৫৭ পৃষ্ঠা)

এটা হয়তো-বা একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় পার্থিব ব্যাপারে উক্তির কথা বলা হয়েছে। একদা তিনি সাহাবাদেরকে দেখলেন, তাঁরা খেজুর মোছার পরাগ-মিলন সাধন করছেন; অর্থাৎ, মাদা গাছের মোছা নিয়ে মাদী গাছের মোছার সাথে বেঁধে দিচ্ছেন। তিনি বললেন, "আমার মনে হয় ঐরূপ করাতে কোন লাভ নেই। ঐরূপ না করলেও খেজুর ফলবে।" তাঁর এ মন্তব্য শুনে সাহাবাগণ তা ত্যাগ করলেন। কিন্তু খেজুর ফলার সময় দেখা গেল, খেজুর পরিপুষ্ট হয়নি; ফলে তার ফলনও ভালো হয়নি। তিনি তা দেখে বললেন, "কী ব্যাপার, তোমাদের খেজুরের ফলন নেই কেন?" তাঁরা বললেন, যেহেতু আপনি পরাগ-মিলন ঘটাতে নিষেধ করেছিলেন, সেহেতু তা না করার ফলে ফলন কম হয়েছে। তিনি বললেন, "আমি ওটা ধারণা করে বলেছিলাম। তোমরা তোমাদের পার্থিব বিষয় সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখ। অতএব তা ভালো হলে, তোমরা তা করতে পার।" *(মুসলিম ২৩৬১-২৩৬৩নং)*

(৫) আহলে হাদীসদের আকীদা হল রাম, লক্ষণ, কৃষ্ণ সকলেই নবী

আহলে হাদীস আলেম 'আল্লামা ওহীদুজ্জামান হায়দারাবাদী' লিখেছেন, "রাম, লক্ষণ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ,সক্রেটিস, পিসাগোরিম-- এঁরা সবাই নবী ও নেক মানুষ ছিলেন । আমাদের জন্য ঐ সমস্ত নবী ও রসূলগণের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব।" (হাদিয়াতুল মাহদী ৮৫)

এ ব্যাপারে আহলে হাদীস আলেম আব্দুল হামীদ মাদানীর মন্তব্য পড়ুন,

আম্বিয়াগণ সকলেই আল্লাহর তরফ থেকে মনোনীত হয়ে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করার আহবান নিয়ে তবলীগে-দ্বীনের কাজে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই একত্ববাদী ছিলেন।

যে সকল মহাপুরুষ ধর্মের ডাক নিয়ে শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্বে আগমন করেছিলেন ও যাঁদের কোন কথা কিতাব ও সুন্নায় পাওয়া যায় না---তাঁদের নবুঅতের ব্যাপারে মুসলিম 'তাওয়াক্কুফ' করে। অর্থাৎ, তাঁদেরকে নবী বলে স্বীকারও করে না। আবার অস্বীকারও করে না। তাঁরা নবী হতেও পারেন, আবার নাও হতে পারেন- যদি তাঁদের দাওয়াত ও তবলীগ তাওহীদের (এক আল্লাহর ইবাদত করার) জন্য হয় এবং তাঁদের চরিত্র আম্বিয়ার চরিত্রের মত হয় তবে। অন্যথা যদি তাঁদের আহবান তাওহীদের বিপরীত হয়, পৌত্তলিকতার প্রতি অথবা গায়রুল্লাহর ইবাদতের জন্য হয় অথবা তাঁদের চরিত্র আম্বিয়ার চরিত্রের বিপরীত হয় অথবা শেষ নবী ﷺ-এর পরে নবুঅতের দাবী করে, তাহলে মুসলিম আদৌ তাঁদেরকে নবী বলে মানতে পারে না। (তাওহীদ ১৯পৃঃ)

(৬) আহলে হাদীসদের নিকট কুকুর, শুয়োরের এঁটো পাক

'আল্লামা ওহীদুজ্জামান হায়দারাবাদী' লিখেছেন, "কুকুর, শুয়োরের এঁটোর সম্পর্কে লোকেদের অনেক মতভেদ আছে। সঠিক কথা হল যে তা পাক।" (নুযুলুল আবরার ১ম খন্ড ৪৯-৫০ পৃষ্ঠা)

(৭) আহলে হাদীসদের নিকট মানুষের বীর্য পাক

'আল্লামা ওহীদুজ্জামান হায়দারাবাদী' আরো লিখেছেন, "বীর্য পাক।" (নুযুলুল আবরার ১ম খন্ড ৪৯-৫০ পৃষ্ঠা)

এ মতভেদ মযহাবীদের মাঝেও আছে।

(৮) আহলে হাদীসদের নিকট কাফেরের জবীহা হালাল

আহলে হাদীস আলেম 'মীর নুরুল হাসান খান' লিখেছেন, "কাফের দ্বারা জবাহকৃত জন্তু হালাল ও তা খাওয়া জায়েয।" (উরফূল জাদী ১০ পৃষ্ঠা)

এখানে 'কাফের' বলতে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু আহলে কিতাবের 'যবীহা' বা যবাইকৃত হালাল পশুর গোশ্ত মহান আল্লাহ কুরআনের সূরা মায়েদাহ ৫নং আয়াতে হালাল ঘোষণা করেছেন।

সবশেষে কাসেমী সাহেব আবারও প্রশ্ন করেছেন, **'এ ধরণের মনগড়া ভ্রান্ত মতাবলী পোষনকারী আহলে হাদীস কি কখনও হকপন্থী হতে পারেন? পাঠকবর্গ নিজেরাই বিবেচনা করুন।'**

কক্ষনই না। আহলে হাদীস কোনদিন মনগড়া মত অবলম্বন করে না। যে করে, সে আহলে হাদীস হতে পারে না। আহলে হাদীস কক্ষনও ভ্রান্ত মত পোষণ করে না। যে করে, সে আহলে হাদীস ও হকপন্থী হতে পারে না।

সুপ্রিয় পাঠক! আপনাকে কাসেমী সাহেবের উদ্ধৃত বইয়ের হাওয়ালা যাচাই করতে যেতে হবে না। সেটা হয়তো আপনার পক্ষে সম্ভবও নয়। আপনি বরং আপনার ও-পাড়া বা পাশের গ্রামের আহলে হাদীস কোন আলেমকে জিজ্ঞাসা করুন, উক্ত সকল ব্যাপারে তাঁর মত কী?

আহলে হাদীসের অনুসারী কোনও এক ব্যক্তি খারেজী হলে আহলে হাদীসগণ খারেজী হয়ে যায় না।

আহলে হাদীসের কোন ব্যক্তি সন্ত্রাসী হলে আহলে হাদীসগণ সন্ত্রাসী হয়ে যায় না।

কোন গ্রামের কোনও ২/১ জন ব্যক্তি চোর হলে গ্রামটা গোটাই 'চোরগ্রাম' হয়ে যায় না।

উদারচিত্ত পাঠক! আপনার বিবেকে কি তাই বলে, যা কাসেমী সাহেব বলতে চেয়েছেন? এটা তো ইনসাফ নয়। ইনসাফ নয় গোটা কয়েক লোকের দোষ বর্ণনা ক'রে গোটা সম্প্রদায়কে অপবাদ দেওয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় মিথ্যা অপবাদদাতা সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি (ব্যঙ্গ-কাব্যে) কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে তার গোটা গোত্রের দোষ বর্ণনা করে এবং সেই ব্যক্তি, যে নিজের পিতা অস্বীকার ক'রে মাকে ব্যভিচারিণী বানায়!" (ইবনে মাজাহ ৩৭৬১, বাইহাক্বী ২১৬৫৯নং)

পরিশেষে কাসেমী সাহেবের উত্তরে বলি, 'না কাসেমী সাহেব! এঁরাই আহলে হাদীস নয়।'

আহলে হাদীস আরও অনেকে আছেন। আহলে হাদীসের আরও বই আছে। সুতরাং বাছাই করা কিছু বিরল মত পেশ ক'রে আহলে হাদীসের গায়ে কাদা ছুঁড়ে নিজেদেরকে পরিচ্ছন্ন দেখানোর প্রয়াস নিতান্ত অপপ্রয়াস ছাড়া কিছু নয়। হক সূর্যবৎ স্পষ্ট। হকের আলো মেঘমালা ভেদ ক'রে উদার মানুষের উদ্ভাসিত হবে ইন শাআল্লাহ।